যায়যায়দিন

তারিখ 2 0 APR 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

আইন ও ট্রেইনিং দরকার : সেমিনারে অ

শিক্ষকদের নির্যাতনে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে অনেক শিক্ষার্থী

যাযাদি রিপোর্ট

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ভয়ে প্রতি বছর বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্লাস থেকে ঝরে পড়ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ভীতি দূর করতে না পারলে সবার জন্য শিক্ষা নীতি কখনো বাস্তবায়ন হবে না। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আনন্দপূর্ণ পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

গতকাল এলজিইডি ভবনে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেভ দি চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক আয়োজিত 'শিক্ষায়তনে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি (পিএইচপি) প্রতিরোধের উপায়' শীর্ষক এক জাতীয় পরামর্শ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

সভায় বলা হয়, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না করা বিষয়ে আইন না থাকলেও নির্দেশনা রয়েছে যা আইনে পরিণত করা উচিত। পাশাপাশি শিক্ষকদের সঠিক ট্রেইনিং দিয়ে তাদের মধ্যে সহনশীল সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করতে হবে।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূইয়া, সেভ দি চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্কের কান্ট্রি ডিরেক্টর নিলস বেনসন এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব রোকেয়া সুলতানা। সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ আজিজুল হক।

উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সরকারি নীতিমালা ও নির্দেশনা থাকার পরও আজো শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষকদের নির্যাতনের ভয়ে ক্লাস ছেড়ে দেয়ার পৃ ১৫ ›› ক ৪

শিক্ষকদের নির্যাতনে লেখাপড়া ছেড়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। শিশুদের শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি না হয় সে জন্য আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

তিনি বলেন, অনেক শিক্ষার্থী হয়তো শিক্ষকের পড়ানো বুঝতে পারে না বা শিক্ষক ঠিকমতো পড়াতে পারেন না। কিন্তু এ জন্য শিক্ষার্থীকে শাস্তি পেতে হয়, শিক্ষকদের পেতে হয় না।

নিলস বেনসন বলেন, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। একজন শিক্ষার্থীর কাছে এ ধরনের অভিজ্ঞতা খুবই দুঃখজনক। তিনি জানান, শিক্ষা জীবনে তিনি নিজেও অঙ্ক শিক্ষকের কাছে এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং এ কারণে তিনি আজো অঙ্কে কাচা। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের ভীতি কাটিয়ে শিক্ষাঙ্গনে শিগগির সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে।

সভায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রফেসর নাজমুল হক তার উপস্থাপনায় বলেন, ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ব্যাপারে কোনো আইন নেই। তবে নির্দেশনা রয়েছে। এটাকে আইনে পরিণত করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, এ ধরনের নির্যাতন আইন করে এবং শিক্ষকদের সঠিক ট্রেইনিং দিয়ে বন্ধ করতে হবে, যাতে শিক্ষকের নির্যাতনের ভয়ে কেউ স্কুল না ছাড়ে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার